(1) Is there any distingtion between active and passive euthanasia ?

* সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার মধ্যে পার্থক্য

=> 'Euthanasia' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ 'eu' এবং 'thanatos' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'good death' অর্থাৎ সুন্দর বা সহজ মৃত্যু। কিন্তু 'euthanasia' শব্দটিকে আধুনিক যুগে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, তা এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন। শান্তিপূর্ণ মৃত্যু নানা ভাবে ঘটতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু অনেক সময় শান্তিপূর্ণ হয়, কিন্তু তাকে আধুনিক পরিভাষায় শান্ত সহজ মৃত্যু বা কৃপাহত্যা বলা যায় না। যেখানে হত্যার পরিণামে মৃত্যু শান্তিপূর্ণ হয় এবং যে হত্যায় কৃপা প্রদর্শন করা হয় তাই কৃপাহত্যা।

কৃপাহত্যায় একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই হত্যা করে। একজন ব্যক্তিকে কৃপাহত্যার জন্য দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। - রোগগ্রস্ত মানুষটিকে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে অথবা জীবনদায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা বন্ধ করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতির নাম সক্রিয় কৃপাহত্যা এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যা (passive euthanasia)। প্রথম ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক সক্রিয়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে চিকিৎসক নিষ্ক্রিয় থাকেন কারণ সেখানে চিকিৎসা প্রত্যাহার করা হয়।

একটি দৃষ্টান্ত— একজন মহিলা একটি ক্রমক্ষয়কারী রোগে আক্রান্ত। ব্যাধি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এবং শ্বাসযন্ত্র ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এই মহিলা বুঝতে পারেন তার বাঁচার কোন আশা নেই এবং তার অবস্থার ক্রমশ অবনতি হবে। একথা বোঝার পর তিনি তার মৃত্যু কামনা

করতে থাকেন। তিনি তার চিকিৎসকের কাছে তার মৃত্যু ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাকে কৃপাহত্যা করার জন্য প্রার্থনা মারাত্মক প্রাণঘাতী ইনজেকশন দেবার অনুরোধ করেন। চিকিৎসক এই বিষয়ে মহিলার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাণঘাতী ইনজেকশনের সাহায্যে কৃপাহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাকে এই ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং তিনি মারা যান। এটি সক্রিয় কৃপাহত্যার দৃষ্টান্ত।

এই দৃষ্টান্তে একটু পরিবর্তন করলে নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ধরা যাক, রোগীটি চিকিৎসকের কাছে প্রার্থনা করেন যে তার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হলে তার শরীরের সঙ্গে শ্বাস যন্ত্রের যে সংযোগ আছে তা যেন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। চিকিৎসক সম্মত হলে শ্বাস যন্ত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে। এটি নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার দৃষ্টান্ত।

প্রথমক্ষেত্রে আমরা কিছু করি বলে রোগীর মৃত্যু হয়, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে আমরা কিছু করিনা বলে রোগীর মৃত্যু হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা মৃত্যুর কারণ হই; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ব্যাধি।

অনেকের মতে, হত্যা করা এবং মরতে দেওয়া মধ্যে নীতিগত পার্থক্য আছে, মরতে দেওয়ার তুলনায় হত্যা করা নীতিগতভাবে খারাপ। যদিও এইভাবে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় কৃপাহত্যার মধ্যে নৈতিক ভেদ করা যায় তাহলেও এই প্রভেদ যে সকলেই স্বীকার করে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সক্রিয়তার জন্য যতটা দায়ী ঠিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য ততটা দায়ী থাকি। এই প্রসঙ্গে James Rachels এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মতে, "হত্যা করাকে মরতে দেওয়া তুলনায়

হবেশ নিন্দনীয় বলার কোন কারণ নেই"। যে নিষ্ক্রিয়তার মানুষকে মরতে দেয় তার কাজটি যে মানুষকে হত্যা করে তার তুলনায় আদৌ ভাল নয়। Rachels এর মতে, দুটি ক্ষেত্রেই নৈতিক দায়িত্ব সমান থাকে। সুতরাং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্বেচ্ছাহত্যার মধ্যে নৈতিক মর্যাদায় কোন পার্থক্য নেই। তাঁর মতে, যাকে নিষ্ক্রিয় স্বেচ্ছাহত্যা বলা হয়েছে সেখানে চিকিৎসক যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন তা নয়। তিনি যে রোগীকে মরতে দিয়েছেন এইটি তার সক্রিয়তাকে প্রমাণ করে। সুতরাং এই দুই প্রকার স্বেচ্ছাহত্যার মধ্যে পার্থক্য করা এবং তার মধ্যে একটিকে অনুমোদন করার কোন ভিত্তি নেই।

3) What is practical philosophy? (20W)

=) দর্শন কেবল বাস্তব জগৎ সম্পর্কিত আলোচনা নয়, অতীন্দ্রিয়, অতিবিষয় সংক্রান্ত আলোচনাও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। দর্শনের যে অংশে তত্ত্ব সমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং বিভিন্ন মতাদর্শের বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সেই সঙ্গে সামাজিক তত্ত্বের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয়, দর্শনের সেই অংশটিকে প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দর্শন বলা হয়।

14) What is Anomic Suicide? (অধিঃপতন হেতু আত্মহত্যা)

⇒ কোন কোন সময় ব্যক্তি হয়তো এমন অপরাধমূলক কাজ করল যার ফলে সমাজের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হল। অন্যায় সম্পত্তি হরণ, প্রকাশ্য ঘুষ নেওয়া বা এমন কোন গর্হিত কাজ করার ফলে ব্যক্তির মানসিক জীবনে তীব্র দ্বন্দ্ব, বেদনাবোধ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এমন অবস্থায় মানসিক যন্ত্রণা ও অন্যায় ধিক্কার, ঘৃণার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। এরূপ আত্মহত্যাকে দুর্খেইম সামাজিক অধিঃপতন হেতু আত্মহত্যা বলেছেন।

15) What is Fatalistic Suicide? (অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা)

⇒ সমাজ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত হেতু কোন ব্যক্তি অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠতে পারে। ভাবতে পারে জীবন সংগ্রামে নিজের চেষ্টার বা ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই শক্তির বিরুদ্ধে তার কিছু করার নেই। এমন অবস্থায় সেই ব্যক্তি জীবনের প্রতি আস্থা এবং বেঁচে থাকার সার্থকতা সম্বন্ধে নৈরাশ্য জ্ঞাপন করে। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তি নিজের প্রাণ নাশের চেষ্টা করতে পারে কিংবা প্রাণ নাশ ঘটায়। এরকম আত্মহত্যাকে দুর্খেইম অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা বলেছেন।

16) What is Egoistic Suicide? 2012 (অহংকেন্দ্রীক আত্মহত্যা)

⇒ যখন কোন ব্যক্তি সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সে নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং মূল্যহীন মনে করে। সেই অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। এই প্রকার আত্মহত্যাকে বলা হয় অহংকেন্দ্রীক আত্মহত্যা।

4) What is Altruistic Suicide? ব্যাখ্যা।

দুর্খেইম অনুসারে দেশের স্বার্থের জন্য বা দলের স্বার্থে যখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তখন তাকে পরার্থবাদী আত্মহত্যা বলে। জাপানের আত্মঘাতী বাহিনীর নিজের অনুগত দলের কর্মের বিষয়ে harakiri প্রথা অবলম্বন করে দলের প্রতি আনুগত্য সংশয়াতীত প্রমাণ করার জন্য নিজের পেটে ছোরা তরবারী দিয়ে কেটে মৃত্যুবরণ করে। ভারতে ~~[illegible]~~ সতীদাহ প্রথা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য বহু বিপ্লবী হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছে। এগুলি পরার্থবাদী আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত।

17) What is meant by Suicide ? What are its cause ? State your argument for and against of Suicide / Is Suicide morally eccepted or not ? [redacted]

⇒ আত্মহত্যা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল নিজের দ্বারা নিজের জীবন নাশ। আত্মহত্যার ফলে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় সেই ব্যক্তি নিজেই তার মৃত্যু ঘটান। এক্ষেত্রেই আত্মহত্যার উদ্দেশ্য হল জীবনের সমাপ্তি। একটি কর্ম আত্মহত্যা বলে বিবেচিত হবে যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এমন পরিস্থিতি তার মৃত্যু ঘটায় এখানে অন্য কেউ কোনো ক্ষেত্রে বাধ্য করেনি। এবং ব্যক্তির মৃত্যু যে অবস্থায় ঘটে তা ব্যক্তি নিজেই পরিকল্পনা করেন যাতে সে তার নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। কাজেই আত্মহত্যা হল অন্যের প্রত্যক্ষ সাহায্য না নিয়ে নিজেই নিজেকে হত্যা করা এবং স্বেচ্ছায় জীবনের সমস্ত লক্ষণের বিনাশ সাধন করা। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার অভিপ্রায়ের দ্বারা আত্মহত্যাকে চিহ্নিত করা হয়। যে কোন আত্মবিসর্জনই আত্মহত্যা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিকটি দেশের স্বার্থে প্রাণ বিসর্জন করে তার কাজকে আত্মহত্যা বলা যায় না। কারণ সেখানে নিজের কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের কোন প্রশ্ন নেই। আত্মহত্যা নিজের মুক্তির একটি পন্থা। সৈনিকদের আত্মবিসর্জনে নিজের মুক্তির কোন প্রশ্ন নেই। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের আত্মবিসর্জন কখনও অনৈতিক বলে মনে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা অনৈতিক এবং নিন্দনীয়। কিন্তু আত্মত্যাগ একটি মহৎ কাজ।

□ নানা কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। সমাজবিজ্ঞানী Durkem এর মতে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যখন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে তখনই মানুষ

আত্মহত্যা করে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আত্মহত্যা একধরনের মানসিক বৈকল্যের ফল। মনোবিজ্ঞানী Freud মনে করেন যে, আত্মহত্যার প্রবণতা মানুষের অচেতন মনে অবস্থিত থাকে। অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার মনে করেন যে, অধিকাংশ আত্মহত্যার মূলে থাকে এক গভীর নৈরাশ্য ও হতাশাবোধ। অনেক সময় সামাজিক পরিস্থিতিও আত্মহত্যার মূলে কাজ করে। দীর্ঘস্থায়ী কষ্টের পরিস্থিতি থেকে চিরকালীন মুক্তির জন্য মানুষ আত্মহত্যাকে বেছে নেয়। মানুষ যখন তার প্রিয়জনকে হারায়, প্রচণ্ড দারিদ্র্যের শিকার হয় বা ওষুধের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তখন অনেক সময়ই মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

▢ <u>আত্মহত্যার স্বপক্ষে যুক্তি</u>:- আত্মহত্যার স্বপক্ষে ডেভিড হিউমের যুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিউমের মতে ('Of Suicide' গ্রন্থ মতে), আত্মহত্যায় ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যের অবহেলা হয় না। ঈশ্বর জড়জগৎকে পরিচালনার জন্য কতগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন যার জন্য সমস্ত বড় বড় জড় জগৎ স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিজের কাজ করে। আবার প্রাণীজগতকে পরিচালনার জন্য ঈশ্বর সমস্ত প্রাণী দৈহিক ও মানসিক শক্তি দিয়েছেন। তিনি সমস্ত মানুষকে ইন্দ্রিয়, আবেগ, ইচ্ছা, স্মৃতি ও বিচারশক্তি দিয়েছেন যার সাহায্যে সে জীবনের লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা করতে পারে। জড় ও প্রাণীজগৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তাই সমস্ত বিশ্ব এক বিধাতার অমোঘ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়

তাহলে মানুষের জীবনও সেই একই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু মানুষের জীবন যদি এভাবে বিধাতার নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আত্মহত্যা কে অনুচিত বলে গণ্য হবে। কারণ আত্মহত্যায় যেন ঈশ্বরের নিয়মকে অবজ্ঞা করা হয়। Hume মনে করেন যে, বিধাতা মানুষকে বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়েছেন এবং তাকে তার নিজস্ব শক্তি প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছেন। এই শক্তি প্রয়োগ করেই মানুষের ধর্ম যার আয়ত্তে সে বস্তু ও জীবনের গতি পরিবর্তন করতে পারে। মানুষকে যেহেতু তিনি বিচারশক্তি দিয়েছেন তাই মানুষ যদি তার নিজস্ব শক্তি বলে বিধাতার নিয়মকে অগ্রাহ্য করে তাহলে তার নিন্দা করা যায় না। সুতরাং মানুষ নিজের জীবনকে সমাপ্ত করার অধিকারে এ কথা বলা যায়। কারণ আত্মহত্যার মধ্যে মানুষও তার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে। সুতরাং আত্মহত্যায় বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না।

আত্মহত্যার সমর্থনে হিউমের আরেকটি যুক্তি আছে। তিনি বলেছেন, যখন কোন মানুষ জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে তখন সে অবশ্যই আর সমাজের সেবা করতে পারে না। কিন্তু আত্মহত্যা করলে সে আর সমাজের কাছ থেকে সেবাও গ্রহণ করে না। সুতরাং এই অবস্থায় সমাজের সেবা না করা কোন অপরাধ নয়। এই কারণে হিউম বলেন যে, জনগণের স্বার্থে আমার ইচ্ছামত জীবনকে দীর্ঘায়িত করার কোন হেতু নেই। তাছাড়া আমি যদি সমাজের বোঝাস্বরূপ হই তাহলে নিজেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে নেওয়াই সঙ্গত।

আত্মহত্যার বিপক্ষে হিউমের বক্তব্য

ছাড়াও অন্য যুক্তি আছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিটি হল এই যে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের দেহ ও জীবনের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী সুতরাং নিজের দেহ ও জীবন সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী] হত্যা নিন্দনীয়, কারণ এক্ষেত্রে একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বধ করা হয়। কিন্তু আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন মানুষ নিজেই তার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যেহেতু অপর ব্যক্তির জীবন নাশ নৈতিক হতে পারে না। একজন মানুষের জীবন একমাত্র তার কাছে মূল্যবান। সুতরাং [একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত যদি তার নিজের হয় এবং তাতে সুনিশ্চিত হয় তাহলে আত্মহত্যা নৈতিক দিক থেকে অন্যায় নয়।

আত্মহত্যার বিরুদ্ধ যুক্তি: আত্মহত্যার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ,

① ধর্মীয় যুক্তি: প্রায় প্রতিটি ধর্মে এমনটা মনে করা হয় যে ঈশ্বরই আমাদের স্রষ্টা এবং তিনি আমাদের প্রাণ দান করেছেন। সুতরাং আমাদের জীবনের উপর কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার আছে। আমরা যেমন নিজেদের প্রাণ সৃষ্টি করি নি, তেমনি নিজেদের প্রাণ নাশ করার অধিকারও আমাদের নেই। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে সে ঈশ্বরের কর্মে হস্তক্ষেপ করে, যা সুতরাং অন্যায়।)

পাশ্চাত্য দার্শনিক John Locke এই প্রসঙ্গে যুক্তিতে একটি অনুরূপ উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সেজন্যই সে ঈশ্বরের সম্পদ। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমরা জীবন ধারণ করি। সুতরাং আমাদের সকলেরই নিজের জীবনকে রক্ষা করা উচিত, কারণ তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। কান্টের রচনাতে এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কান্ট বলেছেন যে, আত্মহত্যার স্রষ্টার অভিপ্রায়ের বিরোধী। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে সে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে অস্বীকার করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা জীবন ধারণ করি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের জীবন সমাপ্ত হয়।

① প্রকৃতির নিয়মের যুক্তি: প্রাচীন তিনটি কারণে আত্মহত্যাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ বলা হয়; ① সকল মানুষই নিজেকে ভালোবাসে এবং এই আত্মপ্রেম বশত সকলেই নিজেকে রক্ষা বা দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আত্মহত্যা প্রকৃতির এই আত্মপ্রেম প্রবণতার বিরোধী। মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ এবং মানুষ নিজেকে ভালোবাসে। আত্মহত্যা অপরাধ। কারণ এ প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী।

② কান্ট কার্যত যুক্তিতে বলেছেন যে, আত্মহত্যা কখনোই নীতিগতভাবে সমর্থন যোগ্য নয়।

কারণ আত্মহত্যা আমাদের কর্তব্য এই নীতিটি সার্বজনীন নীতি হতে পারে না। এই নীতির নিয়মই হল জীবনকে অস্বীকার করা। আত্মহত্যার নীতি তার বিরোধী। তাই আত্মহত্যার নীতিটি সার্বজনীন হতে পারে না। যে নীতি সার্বজনীন লাভ করতে পারে না সেই নীতি কান্টের মতে অনৈতিক। ③ আত্মহত্যা কোন ব্যক্তির নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যেহেতু ব্যক্তি নিজেও একটি বৃহত্তর সমাজের সদস্য তাই একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ব্যাখ্যাগুলোর মাধ্যমে এটি যুক্তিটি পাওয়া যায়।

অতি ব্যাপকতার যুক্তি: মানুষকে যদি আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে অন্য সমস্ত প্রাণীর জীবন নাশের অধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন লোক প্রাণ হারী হতে পারে। নিজের জীবন নাশ করার অধিকার যদি আমার থাকে এবং সেই অধিকার যদি অনৈতিক না হয় তাহলে যে কোন হত্যাকেই নৈতিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু আমরা যদিও আত্মহত্যার

অভিভাবকে স্বীকার বা নেই সহায়তা হত্যায়
অভিভাবকে স্বীকার করা কঠিন। এমন অনেক
রাষ্ট্র আছে যেখানে আত্মহত্যাকে অপরাধ বলা
হয় নি। অথচ অন্যান্য নানা প্রকার হত্যাকে রোধ
করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

ন্যায়ধর্মের যুক্তি: একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার পর
তার পরিবারের সকল জীবিত থাকে তারা
সীমাহীন দুর্দশার সম্মুখীন হয় এবং ফলে শুধু
অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় তা নয়। পরিবারের এক-
জনের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মানসিক দিক থেকে
পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিপর্যস্ত হয়। তাছাড়া
আত্মহত্যার ফলে একজন ব্যক্তির কাছে থেকে সমাজের
যা প্রাপ্য তার থেকে সমাজ বঞ্চিত হয়।
আত্মহত্যা করার স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষকে দিতে
হবে কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতির সাথে ন্যায়-
ধর্মের নীতির বিরোধ হয়। ✓

□□□

① নৈতিক দিক থেকে আত্মহত্যা
সমর্থনযোগ্য নাকি গ্রহণযোগ্য কি না এই নিয়ে
দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সাধারণভাবে
মনে করা হয় যে, আত্মহত্যা অপরাধ হলেও

এ হত্যার মত মারাত্মক অপরাধ না। কারণ হত্যার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে আর আত্মহত্যার ক্ষেত্রে দুই একই ব্যক্তি থাকে। এক্ষেত্রে যে হত্যাকারী সেই নিহত ব্যক্তি। অন্যের জীবনকে নাশ করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার জীবন একান্তই আমার। যে জীবন একান্তভাবে আমার তাকে নাশ করার দায় কেবল আমার উপর। তেমনি প্রতিটিকে বিনষ্ট করার অধিকারও আমার আছে। এই এই কারণে নিঃস্বার্থ আত্মহত্যাকে অপরাধ বা অন্যায় কর্ম বলা যায় না।
আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে কেবলমাত্র তার ক্ষতি হয় ও তার আচরণ অন্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে কোনো যুক্তি না থেকে একই আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যায়। এই কারণে আত্মহত্যাকে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু বলে মনে করেন না।

(৪) অন্যান্য দার্শনিক আত্মহত্যাকে যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করেন। যখন কোন ব্যক্তি মনে করে যে তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই এবং বেঁচে থাকাটা মূল্যহীন তখন ঐ ব্যক্তির আত্মহত্যা নীতি বিরুদ্ধ নয়। হিউম তিনি বলেন যে, যখন কোন মানুষ মনে করেন তিনি জীবনে ক্লান্ত ও বীতশ্রদ্ধ, ব্যথায় জর্জরিত, তখন তিনি তার দুঃখময় জীবনকে পরিত্যাগ করতেই পারেন তাতে অনৈতিকতার কিছু নেই।

(৫) উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক যুক্তি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে যে আত্মহত্যা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধান যুক্তি হল এই যে এই পৃথিবী মানুষের বাসের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে মানুষের সুখ ভোগের সামগ্রী যা জীবনের পক্ষেই

আত্মহত্যা করে। সুতরাং আত্মহত্যা নৈতিক দিক থেকে সমর্থন যোগ্য নয়।

(২) তবে এই যুক্তিটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ ঠিক যে আত্মহত্যার পরিণাম ভোগ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, যদিও তার পরিণাম পরোক্ষভাবে অন্যান্যদের ভোগ করতে হয়। যেমন আত্মহত্যা করলে তার প্রত্যক্ষফল আমার পরিবারকে, আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে তার পরিণাম ভোগ করতে হয়। কারণ সমাজে বাস করে আমরা এমন কোন কাজ করতে পারি না যা কোন না কোনভাবে অপরের প্রতিফলিত করে। আত্মহত্যায় এই নৈতিক বিচারে সামাজিক বিচারের প্রয়োজন হয়।

(৩) প্রাচীন কালে আত্মহত্যাকে অধর্মীয় এবং নৈতিকতার নিন্দনীয় বলা হয়েছে। প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে প্রাণ মাত্রই মূল্যবান, কেননা তা ঈশ্বরের দান অপরকে হত্যা করা যেমন অন্যায় নিজেকে হত্যা করা তেমনি অন্যায়। নৈতিক দিক থেকে অপরকে হত্যা করা আত্মহত্যা অপেক্ষা বেশি অপরাধ; অন্যদিকে ধর্মীয় দিক থেকে আত্মহত্যা অপরকে হত্যা করা অপেক্ষা বেশি অপরাধ, কেননা তাতে ঈশ্বরের প্রতি, আমাদের জীবনদাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। আত্মহত্যায় ঈশ্বরের নিয়মকে অমান্য করা হয় বলে তা ধর্মীয় দিক থেকে পাপ, অপরাধ।

12) Explain the concept of Practical Ethics following Peter Singer. ✓

⇒ যে নীতিবিদ্যা কিছু বিশেষ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা সমাধান করার অথবা কিছু সামাজিক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে যে ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বা উচিত-অনুচিতের বিচারমূলক আলোচনা করে তাকে ~~কুল~~ ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলে। যেমন- বর্ণবৈষম্য, প্রাণীহত্যা, লিঙ্গ বৈষম্য, ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদি নানা সামাজিক সমস্যা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা এসব সমস্যা বিশ্লেষণ করে এই সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচনা তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যার আলোচনা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তত্ত্বগত দিক থেকে নীতিবিজ্ঞান একটি চরম নৈতিকতার আলোকে নৈতিক প্রত্যয়গুলির অর্থ অনুসন্ধান করে। এই সকল প্রত্যয়গুলির মধ্যে রয়েছে ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় অথবা উচিত অনুচিত ইত্যাদি। তবে এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণযুক্ত ব্যবহারিক তাৎপর্য রয়েছে। নৈতিক বিশ্লেষণগুলোর অর্থ নির্ধারণ করে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। বিশুদ্ধ তত্ত্ব বলে কিছু হতে পারে না। তত্ত্বের আড়ালে তার প্রয়োগের এই তাত্ত্বিক আলোচনা সম্পর্কেই রয়েছে ব্যবহারিক

নীতিবিদ্যা বলতে ও বিতর্কিত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ এইগুলি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিসম্মত কিনা তার বিচার করে।

পিটার সিঙ্গার (Peter Singer) ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বলতে কি বোঝায়? তার ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যবহারিক নৈতিকতা বিষয় তা স্পষ্ট করেছেন।

প্রশ্নঃ: তাঁর মতে, ব্যবহারিক নৈতিকতায় নৈতিক বলতে কেবল পবিত্রতা বা শুদ্ধতা বোঝায় না, এবং অনৈতিক বলতে অপবিত্র বিষয়কে বোঝায় না। পবিত্র বা অপবিত্র বিশেষণ যোগ্য নয় এমন সব বিষয় প্রাসঙ্গিক। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আলোচনার বিষয় হচ্ছে সব কিছু হয়। যেমন— মানুষের খাদ্য হিসাবে পশুদের হত্যা করা হয়, পশুদের গবেষণা কার্যে ব্যবহার করা হয়, দরিদ্র দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা সামাজিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও বর্তমান যুগের আলোচ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রাকৃতিক সম্পদ নীতিতত্ত্বের সাহায্যে যেমন, ~~[illegible]~~ নির্বিচারে পশু হত্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো। এই সব বিষয়গুলির নৈতিক বিচার অর্থাৎ ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায় বিচার প্রয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক শৃঙ্খলা বা নৈতিক চেতনার সাথে বিষয়গুলোর খুব একটা নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এগুলি সাহায্যে সর্বজনীন ব্যবস্থা যেমন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ সর্বজনীন

গুরুর বাড়ি থেকেই ব্রহ্মচারী জীবন পালন করে। অতিরিক্ত পানভোজন মুক্ত আলো বাতাসে দূষিত করে ইত্যাদি স্বাস্থ্যহানিকর।

দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারিক নৈতিকতা শুধুমাত্র কেবল পরম আদর্শের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, যা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না। নৈতিক অবধারণের সার্থক লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবহারিক দিক নির্দেশ করা। মানুষ চিন্তাশীল এবং নীতিনিষ্ঠ হচ্ছে যেগুলো সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ নিয়মের সামগ্রিক যা আমাদের ব্যবহারে প্রয়োগ নয়। কিন্তু এই নীতিগুলি ও আবশ্যিক অবস্থায় জটিল করে সৃষ্টি হয়। এমন নীতিগুলো হল - 'চুরি করো না', 'মিথ্যা বলো না', 'হত্যা করো না' ইত্যাদি। স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়মগুলো ভালো অনুভূত, কিন্তু তুমি যদি এ ব্যক্তিকে আশ্রয়দানের সময় বন্দুক নিয়ে ডাকাত-কে তাহলে যদি তোমার বাড়িতে ইত্যাদি খুঁজতে আসে তো, তাহলে সেই অবস্থায় তোমার বাড়িতে থাকো ~~লুকোনো~~ লুকোনো ইত্যাদি অভিযোগের অবস্থানে তখন অস্বীকার করা তখনই নৈতিক হবে।

তৃতীয়ঃ ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার ধর্মনির্ভর নয়, ধর্ম স্বতন্ত্র। ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্মকে মুখ্য এবং নীতিকে গৌণ মনে করেন যে, ঈশ্বর যা অনুমোদন করেন তাই নৈতিক ভালো। কিন্তু ধার্মিকদের এই মত যুক্তিসঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে ভালোর ঈশ্বরের অনুমোদন কিসে? কেননা ঈশ্বর হলো ভালোমন্দ অতি প্রাচীন শুধু হয়। যদি এমন কোনো ভালো এবং মন্দ বলে অনুমোদন করেন তাহলে ভালো এবং ভালোমন্দের মন্দ বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ধর্মকেন্দ্রিক আর যুক্ত নয়।

p ● Peter Singer এর মতে নীতিবিদ্যার স্বরূপ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল – নৈতিক মানদণ্ড ছাড়া সমাজবদ্ধ মানুষ কি থাকতে পারে ? যে সব মানুষ কি মিথ্যা বলে, প্রবঞ্চনা করে কিন্তু বিশ্বাস করে না যে ঐ সব কাজ মন্দ, তারাও কোন না কোন নৈতিক মান অনুসরণ করে চলেন যদিও মানটি সমাজসম্মত নয়। তাদের যুক্তি হতে পারে যে, মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা করা, চুরি করা ইত্যাদি অনুচিত কর্ম নয় যথোচিত কর্ম, অর্থাৎ, ঐ সব মানুষ-কোন না কোন নৈতিক মানকে অনুসরণ করে, যদিও সেই নৈতিক মান সমাজের প্রচলিত নৈতিক মান নয়। মানুষের বিশ্বাস এবং তদনুসারে কর্মকে এখানে যুক্তি দিয়ে যথাযথ রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস থাকে, সুতরাং বলা যেতে পারে, সে কোন না কোন নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে, জীবন যাপন করে। নৈতিক মানদণ্ডটি সেক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত মানদণ্ড নাও হতে পারে। কারণ মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা করা, চুরি করা ইত্যাদি যেসব কাজ আমাদের ধারণায় অন্যায় সেসব কাজে যুক্ত থেকেও কোন মানুষ বিশেষ কোন নৈতিক মানকে (যা প্রচলিত নয়) অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে পারে। (Peter Singer এর মতে, এখানেই নৈতিক বিচারের সাথে অনৈতিক বিচারের প্রধান পার্থক্য।)

তাঁর মতে, নৈতিক বিচারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দর্শানো অত্যাবশ্যক, অনৈতিক বিচারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দর্শানো হয়।

হয় বা তার প্রয়োজন হয় না। Singer এর মতে,
"The notion of living according to ethical standards is tied up with the notion of defending the way one is living, of giving a reason for it, of justifying it. Thus people may do all kinds of things we regard as wrong yet still be living according to ethical standards, if they are prepared to defend and justify what they do" সুতরাং কর্মের স্বপক্ষে যুক্তি দর্শানোই আবশ্যক ঐ কর্মকে নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

Singer আরও বলেন যে, কোন ব্যক্তি নৈতিক মান অনুসরণ করে চলছে কিনা তার যুক্তিও এক বিশেষ প্রকারের হতে হবে। যুক্তিটি শুধুমাত্র নিজ-স্বার্থ হতে পারে না অর্থাৎ আত্মস্বার্থ জীবনের উদ্দেশ্য করে মানুষের কোন কর্মকে উচিত কর্ম বলা যায় না] শেক্সপিয়ারের নাটকে ম্যাকবেথ (Macbeth) যখন নিজের স্বার্থ জীবনের জন্য অর্থাৎ রাজা হবার জন্য Duncon কে হত্যা করার সংকল্প করেন তখন সেই যুক্তিটিকে নৈতিক যুক্তি বলা যায় না। কেননা এ একান্তভাবে ব্যক্তি স্বার্থ। নিজস্বার্থের সাথে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত না থাকলে তাকে নৈতিক যুক্তি বলে গণ্য করা যাবে না [প্রাচীনকাল থেকে আজপর্যন্ত এজন্য বিভিন্ন নীতিবিদ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা নিজ হিতের জন্য পরহিতকে যুক্ত করে নৈতিক নিয়মকে সার্বিকীকৃত করে চিহ্নিত করেছেন।

এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রীক, কেবল নিজহিত কামনা করে। মানুষের অতিরিক্ত

অনুসারে, ~~কেবল~~ নিরবচ্ছিন্ন ভোগবাদ নয়। মানুষের ব্যবহারিক দিক থেকে আরও সুখের উপেক্ষা করে যেখানে নিজের সুখকে হারাতে হয় এবং এই উপলব্ধির ফলে মানুষ ধীরে ধীরে অসামাজিক হয়ে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। ধরা যাক তিনি কিছু সুখদায়ক ফল অর্জন করলাম। এখন প্রশ্ন হল অসংখ্য ফলগুলিকে তিনি উপভোগ করবেন, নাকি অংশ অন্যদের ভাগ করে দেব? সামাজিক জীবনে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফলগুলিকে ভাগ করে উপভোগ করাই শ্রেয়। Peter Singer এর মতে, নৈতিক মানদণ্ড প্রসঙ্গে বলেছেন, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের অভিমতের ভিত্তিতে শুধু আবেগের ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপযোগিতার মানদণ্ডকে নৈতিকতার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং Singer ব্যবহারিক নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে উপযোগিতার ~~মানদণ্ড~~ মানদণ্ডকে উপযুক্ত মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন।

২১) What do you mean by marriage? What problems does a couple face in married life? Do you think that divorce is the solutions of all these problems?

⇒ একটি পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে যখন একজন পুরুষ ও নারী একত্রিত হয় আজীবন থাকার প্রতিজ্ঞা করে তখন তাকে বলা হয় বিবাহ। সামাজিক বিবাহ বা রেজিস্ট্রি বিবাহ যে কোন প্রকার বিবাহ হোক না কেন একজন পুরুষ ও নারী তাদের দাম্পত্য জীবন বিবাহের মাধ্যমে আরম্ভ করতে চায়। বিবাহের মধ্য দিয়েই নারী পুরুষের পরিবারের সূচনা হয়। পরিবার স্থাপন তথা সন্তান পালনের উদ্দেশ্যে বিবাহ সংগঠিত হয়। বিষয়সম্পত্তির উপর অধিকার বজায় রাখাও বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং বিবাহ হল সন্তান ও বিষয়সম্পত্তি রক্ষার জন্য সংগঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

□ বিবাহিত জীবনে পুরুষ ও নারী নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বামী স্ত্রী আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতায় পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত ও আবদ্ধ এবং উভয়ের মিলিত ভাবের ধর্মসম্মত প্রকৃতিতে সফল জীবন করার শপথ অঙ্গীকার করে। বিবাহ শপথ অঙ্গীকার সত্ত্বেও বিবাহিত জীবনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। পারিবারিক নানা সমস্যা নিয়ে অনেক সময় দাম্পত্যের সম্মুখীন হয়। বিবাহিত জীবনে নারীর আদর্শ নিয়ে অনেকের

সেখানে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। সতী সাবিত্রীর মতো আদর্শ অনেকের কাছে অনুকরণীয় নয়। অনেকের দিন নারী বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের স্বাধীন জীবিকা বজায় রাখতে চায়। স্বামীর প্রতি তাদের ভক্তি-প্রদর্শন ছাড়াও তারাও অনেক ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবারের মধ্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যখনই নারীরা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয় তখনই পরিবারের নানা সমস্যা দেখা দেয়। কারণ আমাদের রক্ষণশীল সমাজ এখনও নারীর বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে আতঙ্ক প্রকাশ করে। নারীর যুক্তি ও চিন্তাধারায় অনেকের সুযোগ সমাজ বিশ্বাস রাখতে পারে না। তাই নারী একটু ভিন্ন ভূমিকায় এলেই সমাজই পুরুষের সমর্থন থাকে না। নারী ও পুরুষের ~~এরকম~~ মধ্যে এরকম মতান্তরের ফলে পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সন্তান সন্ততি তাদের মা-বাবার কাছ থেকে প্রাপ্য স্নেহমমতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের সম্পর্ক এ বিবাহ বিচ্ছেদের পর্যায়ে চলে যায়।

problem after divorce

□ বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনো-মালিন্য থাকতেই পারে। বিচ্ছেদের সামাজিক কোনোরকম

সংকল্প নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু হয় বটে কিন্তু
বাস্তবতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেক ব্যাপারেই
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল নেই। কিন্তু তা বলে কি
তার বিচ্ছেদ জরুরি আছে? এ প্রশ্ন আসতে পারে;
জীবনের নানা সুখ দুঃখের মধ্যে অংশীদার
হতে হবে, স্বামী-স্ত্রী উভয় অবিরত এক নিরবচ্ছিন্ন
বন্ধুত্ব, ~~এক মিলন সম্পর্কে~~ তাদের ভাই; যার
যেখানে থাকবে না রুচি, পছন্দ-অপছন্দের পার্থক্য
এক আদর্শ বাস্তব করার উদ্দেশ্যতাকে তারা কোন
কথাটির কারণে জানা না। যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক
বোঝাপড়ায় ঘাটতি না থাকে, যদি দাম্পত্য
সম্পর্ক নিয়ে ব্যবহারের, [illegible] — যদি মিলন না থাকে
তখন উভয়ের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ বিবাহ বিচ্ছেদ
যায় না। তবুও শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজে এবং মধ্যবিত্ত
ভারতে ক্রমশ বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে চলেছে।
এর একটি কারণ হতে পারে স্বাধীনতার অবক্ষয়।
আর অধীন থেকে মেয়েরা শিক্ষার ফলে শিক্ষা,
নানাদিক থেকে আগিয়ে অন্যান্যের প্রতিযোগিতা করতে
শিখেছে। নারী পুরুষ উভয়েই ক্রমশ সচেতন
উঠতে পেরেছে বিবাহকে নিয়ে তার ভেতর নানা
প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব। তারা মুক্ত হয়ে
ইচ্ছে বিবাহের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়

এখন সমাজে সার যায়। এখন অনেকের আদালত নারীর এবং সন্তানের ও সম্পত্তির জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবার প্রবণতা আছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষতিকর দিক।

বিবাহ বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের দুই পক্ষ পরিবার নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে সন্তানের মুখ চেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত সর্বদিক থেকে বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা সন্তানের বড় সমস্যা অনেক থাকে। সে দুই বিবদমান পক্ষের টানাটানির শিকার এবং মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক প্রথমত বিবাহ বিচ্ছেদে মনস্বাস্থ্য ভেঙে দিতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে নারীদের অনেক অপমান ও অসম্মানের শিকার হতে হয়। অথচ বিবাহ বিচ্ছেদের মত ব্যক্তিগত বিষয়টির পর প্রত্যেক নারীর অধিকার আছে (যদি প্রয়োজন) তাকে তার সংসার, সন্তানের সম্মানের সাথে পুনর্বিবাহের দাবি প্রাপ্য। এক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে বিবাহ বিচ্ছেদের নারী কোনো সামাজিক অপরাধী নারী নয়।

Q.14 What is environment? What is a environmental ethic? Explain its ~~necessity~~ necessity in modern types.

⇒ পরিবেশ: এই পৃথিবীর জলবায়ু, বাতাস, উদ্ভিদ, দিন-রাত্রির পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল, পশুপক্ষী প্রাণীজগৎ নিয়ে যে সমগ্র তাই হল পৃথিবী। এক কথায় পৃথিবীর অন্তর্গত প্রাণিজ জীব ও অজীবের স্বাভাবিক পরিবেশ। এই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান একটি পারস্পরিক সম্পর্কে যেন আবদ্ধ। অর্থাৎ জলবায়ু, বাতাস, উদ্ভিদ, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল ও পশুপক্ষী এগুলির কোন একটিও যদি বিনষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকবে না। তাই আমাদের কাছে হল পরিবেশের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য

□ যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় না হলে শুধুমাত্র কিছুটা আরাম বা সুখের বিনিময়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা বা বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিসাধন করা অন্যায় ও অনুচিত সেটাই হল পরিবেশগত নৈতিকতা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে, নিজের স্বল্পমেয়াদি লাভগুলিকে প্রশ্রয় না দিয়ে পরিবেশের সুরক্ষা হল ন্যায় সঙ্গত ও উচিত কাজ। এই প্রকার ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান অনুসারে, মানুষের যেসব কর্ম পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে তাদের নৈতিক মূল্য অনিশ্চিত আর যেসব কৃতি (কর্ম) প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে সেসব কাজগুলি অন্যায় বা অনুচিত কাজ। এককথায় বলা যায়, যে নৈতিকতা বা নীতিবিজ্ঞান পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কাজ করাকে বারণ করে সেই নৈতিকতা বা নীতিবিজ্ঞানকে পরিবেশমূলক নীতিবিজ্ঞান বলা হয়।

□ ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানকে পরিবেশ-কেন্দ্রীক অর্থে গ্রহণ করলে আমরা দেখতে পাব যে অনেক অনৈতিক কর্ম নৈতিক রূপে অথবা অনেক নৈতিক কর্ম অনৈতিকরূপে গ্রাহ্য হবে। পেট্রোলচালিত যন্ত্রযানে জলপথে অথবা স্থলপথে ভ্রমণ করে সুখ লাভ করাকে আমরা সাধারণত মন্দ বলি না। কিন্তু পরিবেশ কেন্দ্রীক নীতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পেট্রোলচালিত যানে ভ্রমণসুখ লাভ করা

অনেক বেশি খাওয়া মন্দ বা অনুচিত কর্ম হয় যদি ও অপ্রয়োজনে পরিবেশের ক্ষতি করে। এখানে ভালোমন্দের নির্ধারক হল পরিবেশ আর কিছু নয়। মানুষের যেসব ক্রিয়াকর্ম পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে সেসব অত্যন্ত মন্দ কাজ। আজ অত্যাধুনিক মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, মানসিকতার ও রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, জীবন ছন্দ পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ আজ অস্থির চিত্ত, বিশ্রাম বিমুখ, কর্ম পাগল, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্ব পরিক্রমা করতে চায়। অতিদ্রুত মানুষের এই আকর্ষণ তার চিত্ত বিনোদনকেও প্রভাবিত করেছে। স্থলপথে ভ্রমণ করার জন্য মানুষ আজ প্যাডেলযুক্ত দুচাকা সাইকেলের পরিবর্তে পেট্রোল ডিজেল চালিত মোটর বাইক ব্যবহার করে। জলপথে ভ্রমণসুখের ~~পরিবর্তে~~ জন্য মানুষ আজ দাঁড় বাওয়া নৌকার পরিবর্তে খনিজপদার্থ চালিত মোটর বোট ব্যবহার করে। পরিবেশকেন্দ্রিক নীতি অনুসারে ভ্রমণসুখ উপভোগের জন্য স্থলপথে সাইকেল এবং জলপথে দাঁড় বাওয়া নৌকা ব্যবহার করা উচিত কাজ। কেননা এগুলো পরিবেশকে জল, বায়ু ইত্যাদিতে দূষিত করে না। পক্ষান্তরে স্থলপথে মোটরবাইক এবং জলপথে মোটরবোট ব্যবহার করা অনুচিত কাজ। কেননা মোটর খনিজ তেল জলে মিশে গিয়ে জলকে দূষিত করে, জলের প্রাণীর জীবনহানি ঘটায় এবং ঐ তেল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুতে মিশে গিয়ে বাতাসকে দূষিত করে। পরিবেশ কেন্দ্রিক নৈতিকতা অনুসারে তাই উপযুক্ত গাছ কাটা

যন্ত্রে উৎপাদিত যানবাহন নিষিদ্ধ হবে।

পরিবেশ নৈতিকতায় শুধু যে কেবল মানুষের স্বার্থরক্ষার কথাই বলা হয় না, সংবেদনশীল জীবেরও স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়। কেবল বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মিটানোর কথাই বলা হয় না, আগামী প্রজন্মের প্রয়োজন মিটানোর দিকেও নজর দেয়। এই প্রকার নীতিবাদীর মতে মানুষের নান্দনিক অভিরুচি বা সৌন্দর্য্য পিপাসাও যুক্ত থাকে; যার ফলে গিরি নদী বেষ্টিত বনভূমি দর্শন করে খুব আনন্দ লাভ হতে পারে। পরিবেশকেন্দ্রীক নৈতিকতায় বস্তুতান্ত্রিকতাকে ও বিষয়াসক্তিকে, জীবনের আদর্শ রূপে গণ্য করা হয় না। বস্তুতান্ত্রিক সমাজে মানুষের জীবনের সাফল্য নির্ধারণ করা হয় তার বৃত্ত, অর্থ ও ভোগ্যসামগ্রী বিচার করে। কিন্তু পরিবেশকেন্দ্রীক নীতিবিজ্ঞান অনুসারে মানুষের জীবনের সাফল্য নির্ভর করে তার সামর্থ্যের উন্নতির উপর, চারিত্রিক উৎকর্ষের উপর এবং আত্মসংযমের উপর। এই নীতিবাদ মানুষকে মিতব্যয়ী ও সংযত হতে নির্দেশ দেয়। কেননা অত্যধিক অপচয় বা অসংযম পরিবেশ দূষণের কারণ হয়। এই নীতিবাদ প্রয়োজনকে সীমিত রাখতে নির্দেশ দেয়। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রকৃত প্রয়োজন এবং প্রলোভনের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করে মানুষকে কেবল তার প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পরিবেশ নৈতিকতা অনুসারে আমাদের কর্তব্য অর্থাৎ আমাদের সংযমী ও মিতব্যয়ী হওয়ার পরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনে আমাদের আমিষপ্রীতি কমাতে

হবে এবং নিরামিষ প্রীতির উপর জোর দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে Peter Singer বিস্তারিত বলেছেন। আমিষ খাদ্যের প্রয়োজনকে সংযত রাখতে হবে, তাহলে মাত্রাতিরিক্ত পশুপালনের প্রয়োজন হবে না, বনানী ধ্বংসের প্রয়োজন হবে না এবং জৈবপরী পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও প্রয়োজন যাতে পরিবেশকে বিনষ্ট করে মানুষের অস্তিত্বকে যাতে বিপন্ন করতে না পারে সেজন্য পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতার প্রতি আমাদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ঠিক যে, আমাদের স্বার্থ অর্থাৎ অগ্রগতির জন্য উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। তবে উন্নয়নকে স্থায়ী করতে হলে মানুষের নিজের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির রাশ টানতে হবে। তার জন্য চাই সংযম, সংযতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদি। সাময়িক মুনাফার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার যদি মারাত্মক ক্ষতিকর হয় তাহলে বিপন্ন হবে মানবজাতির ভবিষ্যৎ। সকলের খাদ্য খাওয়ার উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের পৃথিবীতে উন্মুক্ত পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে হবে। উন্নয়নের স্বার্থে কলকারখানা তৈরী করতে হবে, মহাকাশে উপগ্রহ, নদীতে বাঁধ দেওয়া সহ ও জলবিদ্যুতের ব্যবহার করতে হবে। তাতে এ সবকে করতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে।